FEB. 12 2002

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ৪ ...

ইনকিলাব ঃ গতকাল সিরডাপ মিলনায়তনে একুশে ফেব্রুয়ারীর ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে সাবেক সচিব ও ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান শাহ আবদুল হান্নান বক্তব্য রাখেন। সেমিনারে ভাষা সৈনিক অধ্যাপক আবদুল গফুর ও ডঃ আফতাব আহমদ উপস্থিত ছিলেন

একটি মহল বিকৃত ইতিহাস প্রচার করছে

ভাষা আন্দোলন ছিল লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পাকিস্তান আন্দোলনেরই বর্ধিত রূপ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও একুশে ফেব্রুয়ারীর ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে গতকাল বাংলাদেশ সংস্কৃত কেন্দ্র আয়োজিত এক সেমিনারে দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, অর্থনীতিবিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বলেছেন, ভারতবর্ষ থেকে বাংলাদেশ পৃথক হওয়ার ফলেই বাংলা ভাষা রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। তারা বলেন, ভাষা আন্দোলন ছিল ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পাকিস্তান আন্দোলনেরই বর্ধিত রূপ। ১৯৪৭ সালেই তমদ্দুন মজলিসের নেতৃত্বে এ আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু আজ ভাষা আন্দোলনের সঠিক ইতিহাস গোপন করে একটি মহল উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে জাতির সামনে ভাষা আন্দোলনের বিকৃত ইতিহাস প্রচার করছে। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদায় আসীন করা এ দেশের বাঙ্গালী মুসলমানদের একক কৃতিত্ব উল্লেখ করে তারা বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্বের কারণেই ঢাকা এখন সারা বিশ্বের বাংলা ভাষার রাজধানীতে পরিণত হয়েছে। বক্তারা মহান ২১ ফেব্রুয়ারীর ৫০ বছর পূর্তি উৎসব পালনকালে ভাষা আন্দোলনের প্রকৃত সত্য উদঘাটনের এবং বাংলা ভাষার ব্যাপারে পূর্বপুরুষদের সংগ্রাম ও ত্যাগের কথা স্মরণের আহবান জানান।

প্রখ্যাত ভাষাসৈনিক, সাংবাদিক অধ্যাপক আবদুল গফুরের সভাপতিত্বে গতকাল (সোমবার) ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান শাহ আবদুল হান্নান, বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর ডঃ আফতাব আহমাদ, বিশিষ্ট ব্যাংকার ও গবেষক এম এ মান্নান, সাংবাদিক-সাহিত্যিক জয়নুল আবেদীন আজাদ, বাংলাদেশ সংস্কৃতি কেন্দ্রের সদস্য সচিব কবি মতিউর রহমান মল্লিক প্রমুখ বক্তব্য রাখেন এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাতিসংঘে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রথম প্রস্তাবক খান মোহাম্মদ মীজানুল ইসলাম সেলিম। তিনি তার প্রবন্ধে ২১ ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে গ্রহণে জাতিসংঘের সাথে তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বর্ণনা তুলে ধরেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শাহ আবদুল হান্নান বলেন, ভাষা ব্যক্তির অন্তরকে আলোকিত করে এবং মহান সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমেই একটি ভাষা উৎকর্ষতা অর্জন করে। ইসলামের বাণী যে ভাষা যত বেশী ধারণ করছে সেই ভাষা তত সম্মানের উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলা ভাষাও গত ৫০ বছর ধরে এ পথে অনেক এগিয়ে গেছে। তিনি অভিযোগ করেন, বাংলা ভাষাকে ইসলাম থেকে সরিয়ে আনার জন্য এ দেশে দীর্ঘদিন যাবৎ একটি সুকৌশল অপচেষ্টা রয়েছে। মুসলমানদের এ জন্য ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রে সচেতন থাকতে হবে।

সভাপতির বক্তৃতায় অধ্যাপক আবদুল গফুর বলেন, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী ভারত বিভাগ হলে ভাষা আন্দোলনের প্রয়োজন পড়ত না। আবার অখণ্ড ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকলেও আমরা বাংলাকে এভাবে পেতাম না। ভাষা আন্দোলনকে পাকিস্তান আন্দোলনেরই একটা বর্ধিত রূপ উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভাষা আন্দোলন ১৯৫২ সালে ঘটেনি। এই ইতিহাস অনেক প্রাচীন। তমদ্দুন মজলিসের নেতৃত্বে যে ভাষা আন্দোলন শুরু হয়েছিল তাকে ভুলিয়ে একটি মহল এখন বিকৃতভাবে এই আন্দোলনের ইতিহাস উপস্থাপন করছে। তিনি বলেন, তৎকালীন পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষার বাস্তবতা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর ডঃ আফতাব আহমাদ বলেন, ৪৭-এ পৃথক ভূখণ্ড পাবার কারণেই এ দেশের মানুষ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী তুলতে পেরেছিল। এ দেশে বাঙালী মুসলমানরা ছাড়া আর কেউ বাংলা ভাষার জন্য রক্ত দেয়নি উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনামলের আগে এই জনপদে বাঙালীরা পরিপূর্ণ ছিল না। তিনি বলেন, বাংলা ভাষার প্রতি আর্য হিন্দু ব্রাহ্মণদের ছিল তীব্র ঘৃণা। কিন্তু বাংলা ভাষাকে বাঙালী মুসলমানরাই আপন করে নিয়েছিল। ডঃ আফতাব উল্লেখ করেন, তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ শান্তিনিকেতনে দাঁড়িয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে বাংলা ভাষাকে সর্বভারতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের আহ্বান জানিয়েছিলেন। অথচ একই সময়ে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে দাঁড়িয়েই হিন্দীকে সর্বভারতীয় রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের মধ্যেই জাতিগত ঐক্য আনার আহবান জানিয়ে তিনি আরও বলেন, বিদেশী আধিপত্য থেকে জাতিগত অস্তিত্ব রক্ষায় সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসনের কোন বিকল্প নেই।

এম এ মান্নান বলেন, বাংলা ভাষা নিয়ে ভারতবর্ষে অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে। ভারতবর্ষের আর্য ব্রাহ্মণরা বাংলাকে একটি অপভাষা ও অসুরের ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। লৌকিক বাংলা ভাষাকে তখন সংস্কৃতায়ন করার অনেক অপচেষ্টা হয়েছে। কিন্তু মুসলিম শাসকরাই বাংলা ভাষাকে লালন ও পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। আর্য হিন্দু শাসন আর কিছুদিন অব্যাহত থাকলে এবং মুসলমান শাসকদের আসতে বিলম্ব হলে বাংলা ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যেত উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিজাতীয় সংস্কৃতির সাথে আমাদের সংস্কৃতির সমন্বয় করার অপচেষ্টা এখনো চলছে।